لا اله الا الله محمد رسول الله

পাক্ষিক

আহমদী

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার মুখপত্র

নব পর্যায়—১৬শ বর্ষ ৩০ই জানুয়ারী, ১৯৬৩ সন ১৮শ সংখ্যা

মিনারাতুল্ মসিহ্ ও মস্‌জিদ আকসা
(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্তমান কালে আল্লাহ্‌তাআলা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সম্বদ্ধ করিয়াছেন। ধর্মের উন্নতি সর্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্তী হইবে, তাহার জন্য খোদাতাআলার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতাআলার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—আমীরুল্ মুমেনীন হযরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)

সম্পাদক :—এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা—৫৲ প্রতি সংখ্যা ·২৫ পয়সা

তবলীগ কন্সেশনে ৩৲ তবলিগ কন্সেশনে ·১৬ পয়সা

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। কোরআন করীম অনুবাদ ..	১
২। হাদীস	৪
৩। উদ্বোধনী বক্তৃতা	৮
৪। বিদায় ভাষণ	১৩
৫। প্রথম প্রার্থনা	১৭
৬। 'তহরীক জদীদ' ও ওয়াক্‌ফে জদীদ ..	"
৭। বিশ্বময় মস্‌জদ নির্মাণ	১৯
৮। খোশ খবর	২০
৯। 'এতক্ষণে * * *'	২১
১০। 'ওয়াক্‌ফে জদীদ সম্বন্ধে হযরত আক্‌দসের বাণী	২৪

হায়াতে তাইয়েবা (প্রথম খণ্ড)

হযরত মসিহ্‌ মাওউদ আলাইহেস সালামের পবিত্র জীবন চরিত।

ডিমাই ১/৮ চারি শত পৃষ্ঠা। মূল্য ৫৲ টাকা।

* খতমে নবুওয়াত ও আহমদীয়া জমাত

মওদুদী সাহেবের 'খতমে নবুওয়াত' পুস্তিকার ইল্‌মী সমালোচনা। মূল্য ২৲ টাকা।

সম্পাদক,
পুস্তক বিভাগ,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

For

COMPARATIVE STUDY
Of
WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from
RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায় : ১৬শ বর্ষ :: ৩০শে জানুয়ারী : ১৯৬৩ সন :: ১৮শ সংখ্যা

কোরআন করীম অনুবাদ

—মৌলবী মুমতায আহ্‌মদ সাহেব মরহুম (রাযিঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্ বকরাহ

অষ্টাদশ রুকু ; পাঁচ আয়াত ; ১৪৮—১২৫

১৪৯। প্রত্যেক জাতিরই একটা অভিমুখ-স্থল আছে,যে দিকে অভিমুখী হইয়া থাকে। (উহা আসল নহে)। অতএব (হে মুমিনগণ) তোমরা সৎকর্মে অগ্রগামী হও। যেখানেই তোমরা থাক না কেন আল্লাহ্ তোমাদের সকলকে সমবেত করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সম্যক শক্তিমান।

১৫০। এবং তুমি যে স্থান হইতেই বাহির হও মস্‌জিদুল হারামের দিকে অভিমুখী হইও এবং নিশ্চয় উহা তোমার প্রভুর মনোনীত সত্য। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে উদাসীন নহেন।

১৫১। এবং (অবহিত হও) যে কোন স্থান হইতে বহির্গত হও না কেন মস্‌জিদুল হারামের দিকেই মুখ করিও এবং (হে মুমিনগণ) তোমরা যে কোন স্থানে অবস্থান করিবে, ঐ কিবলার দিকেই অভিমুখী হইও যেন তোমাদের বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। তবে যাহারা অত্যাচারী (তাহারা দোষারোপ করিবেই)। অতএব, তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিও না এবং আমাকেই ভয় করিও এবং যেন আমি তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে পূর্ণ করিয়া করিয়া দেই এবং যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও—

১৫২। যেরূপ আমরা তোমাদের মধ্যে তোমাদের হইতে সেই মহাপয়গম্বর পাঠাইয়াছি, যিনি তোমাদের নিকট আমার বাক্যগুলি পাঠ করেন এবং তোমাদিগকে বিশুদ্ধচিত্ত করেন এবং তোমাদিগকে শরীয়ত এবং (উহার) তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেন এবং তোমাদিগকে এমন সব বিষয় শিক্ষা দেন, যাহা তোমরা পূর্বে জানিতে না।

১৫৩। অতএব, তোমরা আমাকে (সর্বদা) স্মরণ রাখিও, আমিও তোমাদিগকে স্মরণ রাখিব। এবং আমার (নিয়ামতের জন্য) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাকিও এবং কৃতঘ্নতা করিও না।

উনবিংশ রুকু; এগার আয়াত; ১৫৩—১৬৩

১৫৪। হে মুমিনগণ, তোমরা সহিষ্ণুতা ও নমায সহযোগে (আল্লাহ্‌র নিকট) সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সহিষ্ণুগণের সঙ্গী।

১৫৫। এবং যাহারা আল্লার পথে নিহত হয় তাহাদিগকে মৃত বলিও না (তাহারা মৃত নহে) বরং জীবিত, কিন্তু তোমরা তাহা ধারণা করিতে পারিতেছ না।

১৫৬। এবং আমরা তোমাদিগকে ভয় পাতিত করিব, ক্ষুধায় জর্জরিত করিব—ধন, প্রাণ ও মেওয়াজাতের ক্ষতি করিব। নিশ্চয় এই ভাবে পরীক্ষা করিব। এবং সেই সমস্ত সহিষ্ণুদিগকে শুভ সংবাদ প্রদান কর,

১৫৭। যাহারা তাহাদের উপর বিপদপাত হইলে ব্যবহার ও বাক্যে প্রকাশ করে যে, নিশ্চয় আমরা আল্লার জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তন করিব'।

১৫৮। উহাদেরই উপর তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে পূর্ণ করুণা এবং বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল হইয়া থাকে এবং একমাত্র উহারাই সুপথগামী।

১৫৯। নিশ্চয় 'সাফা' ও 'মারওয়া' (পাহাড়) আল্লার নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত। অতএব, যে ব্যক্তি কাবাগৃহের হজ্জ করে বা উমরা

করে, তাহার পক্ষে উভয় পাহাড়ের মধ্যে তওয়াফ করা দোষণীয় নহে (বরং উহা পুন্য কাজ)। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় পুণ্য কার্য করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহার কদর করেন এবং তিনি প্রত্যেক বিষয় সম্যক জানেন।

১৬০। আমরা যে সমস্ত নিদর্শন ও হেদায়েত নাযিল করিয়াছি, নিশ্চয় যাহারা ঐগুলি মানব জাতির জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করা সত্ত্বেও গোপন করে, তাহাদেরই উপর আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেন এবং অভিসম্পাতকারিগণও অভিশাপ করিয়া থাকে।

১৬১। তবে যাহারা অনুতপ্ত হইয়া অন্যায়কে ত্যাগ করিবে এবং আমল ও আকীদাকে সংশোধন করিবে এবং (যাহা গোপন করিয়াছিল তাহা) প্রকাশ করিয়া দিবে, আমি (তাহাদের অনুতাপের ফলে) তাহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিব। আমি অতি সত্বর অনুতাপ গ্রহণকারী, বার বার দয়াকারী।

১৬২। নিশ্চয় যাহারা (সমাগত নবীকে) প্রত্যাখ্যান করে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তাহদের উপর আল্লাহ্, ফিরিস্তাগণ ও মানব জাতি—সকলের অভিসম্পাত।

১৬৩। তাহারা এই অভিসম্পাতে দীর্ঘ কাল থাকিবে, তাহাদের উপর হইতে শাস্তিকে লঘু করা হইবে না এবং তাহাদিগকে কোন অবকাশও দেওয়া হইবে না।

১৬৪। এবং (হে মানবগণ) তোমাদের উপাস্য এক আল্লাহ্। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। (তিনি) অযাচিত অনন্ত করুণাকর পুনঃ পুনঃ পরম দয়াকর—

———

'দৈনিকআল্-ফজল', এবং 'আল্ফুকরান', 'মিস্বাহ', 'আনসারুল্লাহ্ 'খালেদ' এবং 'তশ্হীজুল্ আয্হান' রাবওয়ার এই মাসিক পত্রগুলি উর্দু পাঠকগণের রুহানী পরম আনন্দের সামগ্রী।

হাদীস

মুকার্‌রাম মৌলবী মুহাম্মদ মুহিবুল্লাহ সাহেব
(মুরব্বী সেলসেলা আহ্‌মদীয়া)

(১)

عن انس ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اول اشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب - (رواه البخارى)

'হযরত আনাস হইতে বর্ণিত। রসুল করিম (দঃ) বলিয়াছেন: 'আস্‌সায়াতের প্রথম লক্ষণ এই যে, এক অগ্নি পূর্বদিক হইতে পশ্চিম দিকে জনগণকে বা বিশেষ লোকদিগকে একত্রিত করিবে।" ['বোখারী'] উক্ত হাদিসে বর্ণিত অগ্নি যুদ্ধও বুঝায় এবং অগ্নি দ্বারা পরিচালিত যানবাহনও বুঝায়। আজকালকার রেলগাড়ীও মানুষকে কেন্দ্রীয়-স্থানে একত্রিত করে। যুদ্ধের সময়ও বিভিন্ন যানবাহন দ্বারা বিশেষ বিশেষ লোক, যথা নানা প্রকার সৈনিকগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে একত্রিত করা হয়।

(২)

عن انس قال قال رسول الله صلى عليه و سلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر و الشهر كالجمعة و تكون الجمعة كاليوم - و يكون اليوم كالساعة و تكون الساعة كالضرمة بالنار - (رواه الترمذى)

হযরত আনাস হইতে বর্ণিত। রসুল করিম (দঃ) বলিয়াছেন: আস্‌সায়াত কায়েম হইবে না, যে পর্যন্ত না সময়ের দূরত্ব কমিয়া পরস্পর নিকটবর্তী হইবে। সুতরাং বৎসর মাসের সমান হইবে, মাস সপ্তাহের সমান হইবে। সপ্তাহ দিনের সমান হইবে এবং দিন মুহূর্তের সমান হইবে এবং সময় অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় হইবে। ['তিরমিযি']

পূর্বেকার টীকাকারগণ এই হাদিসের ব্যাখ্যা দিয়াছেন:

"আমোদ প্রমোদের দরুণ সময় দ্রুতগতিতে অতিবাহিত হইয়া যাইবে।" কেহ কেহ বলিয়াছেন, "শেষ যুগে বিপদাবলির দরুণ সময়ের প্রতি কাহারও মনোযোগ থাকিবে না। সেজন্য কত দিন অতিবাহিত হইয়াছে, কেহ বলিতে

পারিবে না বা প্রকৃতই যমানা সংকীর্ণ হইয়া যাইবে।"

পূর্বেকার টীকাকারগণ যেহেতু বর্তমান যুগ আসিবার বহু পূর্বেই এই হাদিসের 'তাবিল' (বা 'ব্যাখ্যা') করিয়াছেন, সেজন্য যথার্থ তাবিল করা সম্ভবপর হয় নাই। সময় আসিয়া যে তাবিল করিয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে উহাই যথার্থ তাবিল। সময়ের তাবিলই বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যায়। তবুও পূর্বেকার টীকাকারগণের তাবিল বর্তমান যুগের প্রতিই ইঙ্গিত করিতেছে। কেননা এই যুগই হাদিসে বর্ণিত সেই যান্ত্রিক যুগ—যে যুগে সময়ের দূরত্ব কমিয়া অতি নিকটবর্তী হইয়াছে। যান্ত্রিক যুগের পূর্বে যে কাজ সমাধা করিতে বৎসর কাটিয়া যাইত, এখন উহা মাসের মধ্যে হইয়া যায়। যাহা করিতে মাসের পর মাস লাগিত, উহা সপ্তাহে সমাধা হয়। এইভাবে ঘণ্টা ও সেকেণ্ডের মধ্যে বহু সময়ের কাজ সমাপ্ত হয়। এই যান্ত্রিক যুগের আগে সুদূর ইউরোপ এবং আমেরিকা কেহ পাড়ি দিতে সাহস করে নাই। আবার যাহারা পাড়ি দিত, তাহারা জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়াই পাড়ি দিত। কিন্তু আজকাল অহরহ সেই সব দেশে অসংখ্য লোক যাতায়াত করিতেছে। পূর্বে স্থল-পথ পদব্রজে, গরুর গাড়ীতে, ঘোড়া ও উটের পিঠে বসিয়া অতিক্রম করিত। জলপথ নৌকা, বাদবান কিস্তি এবং সাম্মান ইত্যাদি দ্বারা পাড়ি দিত। শিল্পাদি বিষয়ে হস্ত চালিত কুটির শিল্প, চরখা, তাঁত, ইত্যাদির প্রচলন ছিল। এখন এই সব যান-বাহন এবং শিল্পের স্থান যন্ত্র চালিত রেল-গাড়ী, বাস, উড়োজাহায, বাষ্প চালিত জলযান এবং বিভিন্ন যন্ত্রচালিত মিল ইত্যাদি দখল করিয়াছে। ভবিষ্যতে রকেট চালিত যানবাহন এ সবকে আবার ম্লান করিয়া দিবে। বর্তমান যুগ আসিয়া আঁ-হযরত (দঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ করিয়া দিয়া তাঁহার সত্য-তার উপর জলন্ত মোহর মারিয়া দিয়াছে। এখনও কি আঁ-হযরত (দঃ)-কে গ্রহণ করিবার সময় আসে নাই? এই যুগই সেই যুগ, যে যুগে যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে মানবজাতি সত্য-ধর্ম যাচাই করিবে। কোন জোর যবরদস্তি লাগিবে না। 'লা-ইকরা হা ফিদ্দ্বীন'—দ্বীনের জন্য যবরদস্তি নাই, যথার্থ হইয়াছে।

(৩)

و عن ابی هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذ اتخذ المغنم دولا و الامانة مغنما و الزكوة مغرما و تعلم لغير الدين و اطاع الرجل امرأته و عق امه و ادنى صديقه و اقصى اباه و ظهرت الاصوات فى المساجد و ساد القبيلة فاسقهم و كان زعيم القوم ارذلهم و اكرم الرجل مخافة شره و ظهرت القينات و المعازف و شربت الخمور و لعن اخر هذه

الا امة اولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء و زلزلة و خسفا و مسخا و قذفا و ايات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع -- (رواه الترمذى)

হযরত আবুহুরায়রা হইতে বর্ণিত। রসুল করীম (দঃ) বলিয়াছেন: "যখন যুদ্ধ লব্ধ অর্থ আত্মসাত করা হইবে, আমানত লুটের মাল মনে করা হইবে, যকাতকে দণ্ড মনে করা হইবে, ধর্মের জন্য বিদ্যার্জন করা হইবে না, স্বামী স্ত্রীর বাধ্য হইবে এবং মায়ের অবাধ্য হইবে, বন্ধুকে আপন মনে করিবে এবং পিতাকে দূরে রাখিবে, মসজিদে শোরগোল হইবে, গোষ্ঠীপতি ফাসেক হইবে, নিকৃষ্ট ব্যক্তি জাতির নেতা হইবে, জনগণ তাহার অনিষ্টের ভয়ে তাহাকে সম্মান করিবে, গায়িকা নারী এবং বাদ্য যন্ত্রের প্রধান্য হইবে, নানা প্রকার সুরা পান করা হইবে, উম্মতের শেষদল প্রথম (যুগের) দলের প্রতি অভিশাপ করিবে তখন হইতে তোমারা অপেক্ষা করিবে। অগ্নি-বায়ু, যুদ্ধ, ভুমিকম্প, প্রকৃতি পরিবর্তন, পাথর বৃষ্টি এবং পর পর ধ্বংসের লক্ষণ সেইভাবে দেখা দিবে, যেভাবে মতির হার ছিন্ন হইলে উহার দানাগুলি পর পর পড়িতে থাকে, এই ভাবে মানব জাতির উপর বিপদাবলি আসিতে থাকিবে।' ('তরমিযি')

আঁ-হযরত (দঃ) যে যুগের কথা বলিয়াছেন এই সেই যুগ। এই যুগেই মানব জাতির উপর বিপদাবলি অবিরাম ভাবে পর পর আসিতেছে। হায়! বড়ই আক্ষেপরে বিষয় যে, যে যুগের কথা নবী করিম (দঃ) বলিয়া ছিলেন—সেই যুগ আসিয়া তাঁহার সত্যতার সাক্ষী দিতেছে, অথচ মুসলিম জাতি উহা হইতে উদাসীন! এখনও কি সেই যুগ আসে নাই, যে আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসিহে মওউদ (আঃ) আসিয়া জগতবাসীকে আঁ-হযরত (দঃ) এর ঝাণ্ডাতলে একত্রিত করিবেন এবং উহাদের ইস্‌লাহ্‌ করিবেন? উক্ত হাদিসের অধিকাংশ ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছে। এখনও যদি মুসলিম জাতি নিজেদের ও পৃথিবীবাসীর জুলুম, অন্যায়, অত্যাচার, অনাচার এবং বিবিধ কুসংস্কার দূরীভূত করিবার প্রতি মনযোগ না দেয়, তাহা হইলে পৃথিবীর অদৃষ্টে যে কি আছে—তাহা কে বলিবে?

(৪)

و عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا فعلت امتى خمس عشر خصلة حل بها البلاء و عد هذه الخصال و لم يذكر تعلم لغير الدين قال بو صديقه و جفا اجاه و شرب الخمر - و لبس الحرير (رواه الترمذى)

হযরত আলী (রা) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসুল করিম (দঃ) বলিয়াছেন ঃ "যখন আমার উম্মত পনরটি বিষয় অবলম্বন করিবে, তখন তাহাদের উপর বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে।" তারপর, সেই সব বিষয়গুলি গণনা করিয়াছেন, যাহা পূর্ববর্তী হাদিসে ছিল। তন্মধ্যে 'বিদ্যার্জন করিবে' বিষয়টি নাই। কিছু পরিবর্তন করিয়া আরও বলিয়াছেন, "বন্ধুর সহিত সদ্ব্যবহার করিবে এবং পিতার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিবে। সুরা পান করা হইবে এবং পুরুষকে রেশমী বস্ত্র পরিধান করান হইবে।" ('তিরমিযী')

পূর্ব বর্ণিত হাদিস এবং এই হাদিসের মধ্যে সামান্য পরিবর্তন ব্যতিরেকে সবই এক ও সুস্পষ্ট। আঁ-হযরত (দঃ)-এর সাহবা-গণের প্রতি মুসলিম শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে এক দল শিয়া 'নাউযুবিল্লাহ্' লানত করা তাহাদের কর্তব্য মনে করে! হাদিসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ্-তা'লা বলিয়াছেন ঃ "আমার প্রেমিক-গণের সহিত যাহারা শত্রুতা করিবে, তাহাদিগকে আমি যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানাইতেছি।" এই ঘোষণানুযায়ী আল্লাহ্‌র আযাব আজ সারা বিশ্বকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। হায়! মানব জাতি যদি এই বিষয়টি বুঝিতে পারিত!

———

কর্ম খালি

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমন আহ্‌মদীয়ার ঢাকাস্থ অফিসের জন্য একজন অফিস ক্লার্কের প্রয়োজন। নিম্নতম যোগ্যতা মেট্রিকুলেসন। টাইপ ও এবং একাউন্ট্‌স বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। সচ্চরিত্র ও মুখ্‌লেস্ আহ্‌মদী হওয়া সম্বন্ধে স্থানীয় আঞ্জুমন আহ্‌মদীয়ার প্রেসিডেন্টের তস্‌দিক সহ নিম্ন ঠিকানায় ২১শে ফেব্রুয়ারী, '৬৩ তারিখের মধ্যে দরখাস্ত করিতে হইবে। নির্বাচনের পর এক মাস ট্রেনিং দিয়া বেতন স্থির করা হইবে। ট্রেনিং-এর সময় ৭০৲ টাকা বেতন দেওয়া হইবে। ইতি—

আমীর,
আঞ্জুমন আহ্‌মদীয়া পূর্ব পাকিস্তান,
৪ নং বক্‌শি বাজার রোড, ঢাকা।

উদ্বোধনী বক্তৃতা

"ইস্‌লাম ও আহ্‌মদীয়ত প্রচার সর্বদা জারি রাখিবে এবং তোমাদের আদর্শ দ্বারা লোকদিগকে আহ্‌মদীয়তের প্রতি আকৃষ্ট করিবে"—হযরত খলিফাতুল্‌ মসিহ্‌ সানী (আইয়্যেদাহুল্লাহু-তা'লা নাস্‌রিহিল্‌-আযীয)

[রাব্‌ওয়ায় অনুষ্ঠিত এক সপ্ততিতম বিশ্ব আহ্‌মদীয়া সালানা জল্‌সার প্রথম তারিখ ২৬ শে ডিসেম্বর ১৯৬২ সন হযরত আকদাস খলিফাতুল্‌ মসিহ্‌ সানী (আইঃ) প্রেরিত এই বাণী পঠিত হয়।]

"বেরাদরানে জমাতে আহ্‌মদীয়া,

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ।

আল্লাহ্‌-তা'লার এহ্‌সান, তিনি আমাদিগকে আমাদের জীবনে পুনরায় একবার পরস্পর মিলিত হইবার এবং তাঁহার যিকির বুলন্দ করিবার জন্য এই সম্মেলনীতে যোগদানের তৌফিক দিয়াছেন। আমি আল্লাহ্‌-তা'লার নিকট দোয়া করি, তিনি তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহে আপনাদের এখানে আসা কল্যাণময় করুন এবং যে উদ্দেশ্যে হযরত মসিহ্‌ মাওউদ আলাইহেস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম এই জলসার বুনিয়াদ রাখিয়াছেন, তাহা পূর্ণ করিবার সামর্থ্য তিনি আপনাদিগকে দিন।

আপনারা স্মরণ রাখিবেন যে, আমাদের এই জল্‌সা পার্থিব মেলাগুলির রঙ হইতে পৃথক। শুধু ধর্মোদ্দেশ্যের উন্নতি দান এবং পরস্পরের সৌভ্রাতৃত্ব ও প্রেম বর্ধনের জন্য ইহার ভিত্তি রাখা হয়। এজন্য এই দিনগুলি নষ্ট করিবেন না। এগুলি দ্বারা এমনভাবে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করুন, যাহাতে আপনারা যখন প্রস্থান করেন তখন আপনারা আপনাদের হৃদয়ে যেন অনুভব করেন যে আপনাদের ইমানে, আপনাদের এখ্‌লাসে আপনাদের জ্ঞানে ও আপনাদের কর্মে এক দেদীপ্যমান উন্নতি হইয়াছে—আপনাদের রুহানিয়ত ও আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদি আপনারা এই জল্‌সা দ্বারা এই উপকার লাভ করেন, তবে নিশ্চয়ই আপনারা কৃতকার্য হইয়াছেন এবং যদি আপনারা আপনাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন অনুভব না করেন, তবে আপনাদের 'আমলের' (কর্মের) হিসাব নেওয়া আপনাদের উচিত। রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম তো এপর্যন্ত বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তির 'দুই দিন'ও 'নেকির' দিক দিয়া সমান হয়, সে ক্ষতির দিকে থাকে। আপনাদের জন্য তো জল্‌সার 'তিন দিন' রাখা হইয়াছে। যদি এই তিন

দিনেও আপনাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন না জন্মে, তবে আপানারা বুঝিতে পারেন যে আপনারা কত বড় ক্ষতির কোঠায় থাকিবেন। সুতরাং, এই দিনগুলি অধ্যাধিক চিন্তার সহিত যাপন করুন এবং উঠিতে বসিতে দোয়া ও 'যিকরে এলাহীতে' (আল্লাহ্‌র স্মরণে) জোর দিন- বক্তৃতাগুলি দ্বারা উপকৃত হউন এবং সেল্‌সেলার প্রয়োজনগুলির জ্ঞান লাভ করিয়া ঐগুলিতে অংশ গ্রহণের চেষ্টা করুন।

আমার দুঃখ হয়, আমি অসুস্থতা বশতঃ জালসায় যোগদান করিতে পারি নাই। কিন্তু আমার এই বাণী আপনারা স্মরণ রাখিবেন যে, পৃথিবীর মুক্তি এখন আপনাদের সহিত সংবদ্ধ। এই জন্য ইস্‌লাম প্রচার ও আহ্‌মদীয়ত প্রচারের চেষ্টা সর্বদা করিতে থাকিবেন এবং আপনাদের আদর্শ দ্বারা লোকের হৃদয় আহ্‌মদিয়তের দিকে আকৃষ্ট করিবেন। প্রত্যেক শস্যেরই যেমন একটা খোসা বা বাহ্যাবরণ থাকে, সেইরূপ 'ইশাআতে ইস্‌লাম' (ইস্‌লাম প্রচার) কাজেরও দেহ আছে। বাহ্যিক চেষ্টার যতটুক সম্বন্ধ উহা ইহার দেহ এবং ইহার অন্তরাত্মা ও সার বস্তু হইতেছে ঐ 'এখ্‌লাস' ও 'তাবাত্তুল্‌ ইলাল্লাহ্‌'—আন্তরিকতা ও আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ, যাহা এক জন সাচ্চা মুমেনের মধ্যে পাওয়া যায় এবং যাহার জন্য আল্লাহ্‌-তা'লার সাহায্য আস্‌মান হইতে অবতীর্ণ হয়। কুরবানীর গোশ্‌ত ও রক্ত যেমন খোদা-তা'লার নিকট পৌঁছে না— 'আন্তরিকতা ও তাক্‌ওয়া' খোদা-তালার নিকট পৌঁছে, তেমনি শুধু সেই বাহ্যিক চেষ্টাই গৃহীত হয়, যাহার মধ্যে 'তাকওয়া', 'এখ্‌লাস' ও রুহানিয়তের রসও থাকে। যে ব্যক্তির মধ্যে এখলাস' ও 'তাকওয়া' পাওয়া যায়, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে ইহাদের ক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং সে অন্যের জন্য একটা আদর্শে পরিণত হয়। মানুষ তাহাকে দেখিয়া ইহা ভাবিতে বাধ্য হয় যে, বাহ্যিকভাবে দেখিতে এ ব্যক্তিও তাহাদেরই ন্যায় হইলেও তাহার চরিত্র তাহাদের চেয়ে উন্নত। তাহার অভ্যাসগুলি তাহাদের চেয়ে উত্তম। তাহার মধ্যে নামায, রোযা, দোয়া ও সাদ্‌কার অধিক অনুশীলন ('আমল') পাওয়া যায় এবং সে সর্ব প্রকার নীচতা হইতে আত্ম-রক্ষার চেষ্টা করে। যদি এই ব্যক্তি তাহার মধ্যে একটা সাধু ও পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করিতে পারিয়াছে, তবে তাহারা পারিব না কেন? ফলে তাহারাও আহ্‌মদীয়ত গ্রহণ করে। কারণ, স্বভাবতঃ প্রত্যেক মানুষই পবিত্রতা চায়। বহিরাগত কারণ ও বাধার ফলে মাত্র সে খোদা-তা'লা হইতে দূরে থাকে। কিন্তু তাহার সম্মুখে কোন সাধু আদর্শ উপস্থিত হওয়া মাত্র তাহার ঘুমন্ত প্রকৃতি জাগ্রত হইয়া পড়ে এবং সে-ও সংসারের আবিলতা সব ভেদ করিয়া আল্লাহ্‌-তা'লার দিকে ঝোঁকে এবং তাঁহার সহিত সত্যিকার সম্বন্ধ স্থাপন করে। সুতরাং আহ্‌মদীয়ত প্রচারের জন্য তোমাদের 'নেক নমূনা' (উৎ-

কৃষ্ট আদর্শ) উপস্থিত কর এবং তাহাদের পথ প্রাপ্তি ('হেদায়েত') সম্বন্ধে কখনও নিরাশ হইও না। সব হৃদয়ই আল্লাহ্-তা'লার কর্তৃত্বাধীন। তিনি যখনি চান, পরিবর্তন করিয়া দেন।

দেখ, মক্কা-বিজয় পর্যন্ত সমগ্র আরব কুফর ও শেরেকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল কিন্তু এদিকে মক্কা-বিজয় হইল এবং ঐ দিকে আল্লাহ্ তা'লা লোকের মন খুলিয়া দিলেন। তাহারা দলে দলে ইস্‌লামে প্রবেশ আরম্ভ করিল। এমন কি, হিন্দ্-বিন্‌তে-উৎবাও রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের উপর ইমান আনিল। সে তাঁহার চাচা হযরত হামযার (রাযিঃ) কলিজা পর্যন্ত কাটিয়া বাহির করাইয়াছিল। রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম স্ত্রীলোকদের নিকট হইতে যখন এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে ছিলেন যে তাহারা 'শেরেক' করিতে না, তখন বীরানারী হিন্দ্ বলিল, "রসুলুল্লাহ্, আমরা কি এখনো শেরেক করিতে পারি? আপনি একাকী ছিলেন। আপনার সাহায্যার্থে কেহ ছিল না। আপনার কোন দল বল ছিল না। কোন যুদ্ধ উপকরণ ছিল না। পক্ষান্তরে সমগ্র মক্কা এবং বড় বড় দলপতিগণ আপনার বিপক্ষে ছিল কিন্তু আপনার খোদা জয়ী হইলেন। আমাদের প্রতিমাগুলি হারিল। এত বড় নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও কি আমরা প্রতিমা পূজা করিতে পারি?' দেখ, হিন্দ্-বিন্‌তে-উৎবা কত ভীষণ শত্রু ছিল। কিন্তু কিরূপে এক দিন সর্বান্তঃকরণে রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের উপর ইমান আনিল!

সেইরূপ, আরো এক শত্রুর ঘটনা হুনাইন যুদ্ধ সম্পর্কিত। হুনাইন সময় যুদ্ধের মক্কার সহস্র সহস্র নবদিক্ষিত মুস্‌লিমও যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। ইমান তখনো তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় নাই। শত্রু পক্ষের তুমুল তীর বর্ষণে তাহারা সর্ব প্রথম যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করে। তাহাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শনের ফলে সাহাবাগণের (রাযিঃ) আরোহিত পশুগুলি পশ্চাৎমুখী হইয়া পড়িল। উহারাও রণক্ষেত্র হইতে পলয়ন করিতে লাগিল! অবস্থা দেখিয়া সাহাবাগণ তাঁহাদের আরোহিত পশুগুলিকে দৃঢ় হস্তে রোধ করিতে লাগিলেন! কিন্তু উহারা এতই ভীত হইয়া পড়িয়াছিল যে, বাগ সামান্য শিথিল হইলেই পশ্চাদভিমুখে দৌড়াইত।

এই যুদ্ধে এমন এক সময় উপস্থিত হইয়া ছিল যে, তখন রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পার্শ্বে কয়েক জন সাহাবা মাত্র রহিলেন। তখন মনে মনে কাফের এক ব্যক্তি শুধু এই সঙ্কল্প নিয়া যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল যে, সুযোগ পাইলে সে রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামকে হত্যা করিবে। সে যখন দেখিল যে, ছত্রভঙ্গের ফলে যুদ্ধ ক্ষেত্র শূন্য হইয়াছে,

ভাবিল—এই মহা সুযোগ। উন্মুক্ত তরবারি হাতে নিয়া সে রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ঐ ব্যক্তির আপন বিবৃতি এই :

"আমি যখন রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের নিকটবর্তী হইলাম, তখন বোধ হইতেছিল যে আমার এবং তাঁহার মধ্যে একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে। এখনি উহা আমাকে ভস্মীভূত করিবে। ইতিমধ্যে আমি রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম : 'শীবা, আমার নিকট আস'। আমি তাঁহার নিকট পৌঁছিলে তিনি তাঁহার হাত দিয়া আমার বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিলেন : 'খোদা, শীবাকে যাবতীয় শয়তানীক চিন্তা হইতে মুক্তি দেও'।"

অতঃপর শীবা বলেন :

"রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম হাত দিয়া স্পর্শ করা মাত্র, আমার হৃদয় হইতে সমস্ত দুষ্ট চিন্তা নিমিষের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। কোথায় আমি রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প লইয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া ছিলাম, আর কোথায় এই অবস্থা হইল যে রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর হইয়া পড়িলেন। তিনি আমাকে বলিলেন : 'শীবা, যাও। শত্রুর সহিত যুদ্ধ কর'। তখন আমি সম্মুখে অগ্রসর হইলাম এবং শত্রুর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলাম। খোদার কসম, তখন আমার পিতাও আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, আমি তাঁহার উপর অস্ত্র চালনা এবং তাঁহাকে হত্যা করিতে একটুও কুণ্ঠিত হইতাম না।"

সুতরাং, বিপদ দেখিয়া আপনারা কখনও বিচলিত হইবেন না। আল্লাহ্-তা'লা আহ্‌মদীয়তের বিজয় অবধরিত বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন এবং হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইসে্ সালাম লিখিয়াছেন যে এক সময় আসিবে, যখন খোদা এই সেল্‌সোতে আলৌকিকভাবে অত্যন্ত বরকত দিবেন এবং ইহাকে ধ্বংস করবার চিন্তা যাহারই হইবে, তাহার মনস্কামনা ব্যর্থ করিবেন—অবিরাম বিজয় চিরদিন থাকিবে। এমন কি, কিয়ামত উপস্থিত হইবে।

অবশ্য, সত্যের বার্তা পৌঁছাইবার করেণে লোক আমাদের প্রতি রুষ্ট হইতে পারে। আমাদিগকে গালি দিতে পারে। আমাদিগকে অত্যাচারের লক্ষ্য-স্থল করিতে পারে। কিন্তু তাহারা আমাদের 'সিল্‌সিলাকে' (মতবাদকে) বিলুপ্ত করিতে পারিবে না। কারণ, খোদা ইহার চির-জীবন লাভের ফয়সলা 'আরশ' হইতে করিয়াছেন। যাহা খোদা আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা কোন মানুষ আমাদিগ হইতে ছিনাইবে—সাধ্য নাই।

সুতরাং, আহ্‌মদীয়ত বিস্তারের প্রচেষ্টা জারি রাখিবেন এবং বংশ পরম্পরা 'অসিয়ত' করিয়া যাইবেন যে, সমগ্র বিশ্বে আহ্‌মদীয়তের বিস্তার সাধন করিতে হইবে।

অবশ্য, অত্যন্ত বড় কাজ। কিন্তু আল্লাহ্‌-তা'লা এখন আমাদের জামাতের হাত দিয়া এই কাজ গ্রহণ করিতে চাহেন। সুতরাং, ধন্য সেই, যে এই কার্য সম্পাদন করে। আক্ষেপ তাহার জন্য যে, এই কাজের জন্য অগ্রসর হয় না এবং এই সুবর্ণ সুযোগ হারায়।

আল্লাহ্‌-তা'লায় নিকট দোয়া, তিনি আপনা-দিগকে এই মহাকল্যাণময়, 'বা-বরকত' সম্মেলন দ্বারা সর্বতোভাবে উপকৃত হওয়ার এবং আপনাদের মধ্যে 'নেক ও পাক' পরিবর্তন সাধনের তৌফিক দিন, যাহাতে ইসলাম বিস্তারের কাজ—যাহা শুধু আমাদের জীবনেই সীমাবদ্ধ নহে, বরং কিয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্য-দ্বংশাবলী ব্যাপী দীর্ঘ—যথোপযুক্ত উপায়ে সগৌরবে সাধন হয় এবং আমরা আল্লাহ্‌-তা'লার সন্তুষ্টি লাভের অধিকারী হই।

"আমীন, ইয়া রাব্বিল্‌-আ'লামীন্‌"!

অনুগ্রহ পূর্বক 'আহ্‌মদী' চাঁদা যাঁহার বকেয়া আছে, পরিশোধ করুন। 'আহ্‌মদীর' নূতন গ্রাহক।

বিনীত—
ম্যানেজার

বিদায় ভাষণ

"এ কথা ভালমত স্মরণ রাখিবে যে, ইস্‌লাম ও আহ্‌মদীয়তের খেদ্‌মত এক মহান নেমাত। এই নেমাতের সম্মান করিবে এবং আপনাকে ইস্‌লাম ও আহ্‌মদীয়তের সাচ্চা ও প্রকৃত অনুবর্তীতে পরিণত করিবে।"

—হযরত খলিফাতুল্‌ মসিহ্‌ সানী (আইঃ)

[এক সপ্ততিতম বিশ্ব-আহ্‌মদীয়া বার্ষিক জলসা উপলক্ষে হযরত খলিফাতুল্‌ মসিহ্‌ সানী আহয়েদাহুন্নাহু-তা'লা বেনাসরিহিল আযীযের প্রেরিত এই বাণী ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৬১ সন জলসার শেষ তারিখ শেষ অধিবেশনে পঠিত হয়।]

'বেরাদারানে জমাতে আহ্‌মদীয়া,

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

হযরত মসিহ্‌ মাওউদ আলাইহেস্‌ সালাতু ওয়াস্‌-সালাম যখন ১৯০৮ সনে ইন্তেকাল করেন, তখন আমার বয়স প্রায় বিশ বৎসর ছিল। তখন আমি দেখিলাম, জমাতের কোন কোন বন্ধুর পদস্খলন ঘটিতেছে। তাঁহাদের মুখ হইতে এ প্রকার বাক্য নিঃসরণ হইতেছিল, "এখনো তো কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার ছিল। কিন্তু তাঁহার তো ওফাত হইয়াছে। এখন আমাদের সেল্‌সিলার কি অবস্থা হইবে?"

যখন আমি এই কথাগুলি শুনিলাম, তখন আল্লাহ্‌-তা'লা আমার হৃদয়ে এক উদ্দীপনার সৃষ্টি করিলেন। আমি হযরত মসিহ্‌ মাওউদ আলাইহেস্‌ সালামের লাসের মাথার পাশে দাঁড়াইয়া আল্লাহ্‌-তা'লাকে সম্বোধন পূর্বক তাঁহারই কসম করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলাম:

"হে আমার রাব্ব্‌, যদি সমগ্র জমাতই এই পরীক্ষার ফলে কোন বিপ্লবে নিপতিত হয়, তবু আমি একাকী তুমি যে বাণী হযরত মসিহ্‌ মাওউদ আলাইহেস্‌ সালামের দ্বারা পাঠাইয়াছ, বিশ্বের কোণে কোণে পৌঁছাইতে চেষ্টা করিব এবং যে পর্যন্ত

সমগ্র বিশ্বে আহ্‌মদীয়তের আওয়ায না পৌঁছে, ক্ষান্ত হইব না।"

আল্লাহ্‌-তা'লার 'এহ্‌সান', তাঁহার অপার অনুগ্রহ এই যে তিনি তাঁ ার বিশেষ কৃপায় আমাকে এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার তৌফিক দিয়াছেন এবং আমি তাঁহার পয়গাম বিশ্বের কোণে কোণে পৌঁছাইবার জন্য আমার সমগ্র জীবন ওয়াক্‌ফ করিয়াছি। ইহার ফলে আজ প্রত্যেকেই দেখিতেছে যে, বিশ্বের অধিকাংশ দেশে আমাদের মিশন স্থাপিত হইয়াছে এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি ইতিপূর্বে যাহারা শেরেক-গ্রস্ত ছিল বা ঈসায়ীয়তের কুক্ষিগত হইতে-ছিল মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের প্রতি দরূদ প্রেরণ আরম্ভ কারয়াছে।

কিন্তু এই সকল ক্রিয়া সত্ত্বেও আমাদের কখনো একথা ভুলিতে হইবে না যে, পৃথিবীতে এখন প্রায় আড়াই শত কোটী লোক বাস করে। তাহাদের সকলকেই একক খোদার বাণী পৌঁছান এবং তাহাদিগকে মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের গণ্ডীভূত করা আহ্‌মদীয়া জমাতের ফরজ।

সুতরাং, মস্ত বড় কাজ, যাহা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। ইহা এক মহা ভারী বোঝা যাহা আমাদের কোমর ও স্কন্ধে সমর্পিত হইয়াছে এমন গুরুত্ব-পূর্ণ কাজে অল্লাহ্‌-তা'লার অলৌকিক সাহায্য ছাড়া আমাদের সফলতার কোনই উপায় নাই। আমরা তাঁহার দীনহীন আজিয বান্দা। আমাদের কোন কাজই তাঁহার বিশেষ কৃপা 'ফযল' ছাড়া ফল-প্রসূও হইতে পারে না। এ জন্য আমাদের কর্তব্য আমরা প্রতি মুহূর্ত আল্লাহ্‌-তা'লার সাহায্য ভিক্ষা করি এবং দোয়া করিতে থাকি যে, তিনি আমাদের পথ হইতে সর্ব প্রকার মুশ্‌কিল দূর করেন এবং আমাদিগকে সফলতার কোঠায় পৌঁছান।

কোন সন্দেহ নাই, আমরা এখন পৃথিবীর তুলনায় "আটায় লবন" সমানও নই। কিন্তু যদি আমরা ধৈর্য, সাহস ও দৃঢ়তার সহিত কাজ করিয়া যাই, দোয়ায় নিমগ্ন থাকি এবং কোন প্রকার কুরবানী হইতে পরাঙ্মুখ না হই, তবে নিশ্চ ই আল্লাহ্‌-তালা লোকের হৃদয়ে এক পরিবর্তন আনয়ন করিবেন এবং এখন যাহারা আমাদের বিরুদ্ধবাদী বলিয়া দেখা যায়, তাহাদিগকে আল্লাহ্‌-তা'লা সত্যের দিকে আকৃষ্ট করিবেন।

আপনাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এখন

ইস্‌লামের ঝাণ্ডা খোদা-তা'লা আপনাদের হাতে দিয়াছেন এবং আপনাদের উপর মহা ভারী দায়িত্ব সমর্পিত হইয়াছে। সুতরাং, সাহাবাগণ যেমন তাঁহাদের মৃত্যু পর্যন্ত ইস্‌লামের ঝাণ্ডাকে অবনমিত হইতে দেন নাই, তেমনি আপনাদেরও ফরয, আপনারা ইস্‌লামের ঝাণ্ডাকে সর্বদা উচ্চ রাখিবেন এবং শুধু আপনাদের চরিত্র ও অভ্যাসের মধ্যেই এক 'আযীমুশ্‌-শান' পরিবর্তন আনয়ন করিবেন না, বরং আপনাদের ভবিষ্যদ্বংশাবলীকেও ইস্‌লামী রঙে-রঙীন করিতে যত্নবান থাকিবেন।

যদি এযুগেও—যাহা হযরত মসিহ্‌ মাওউদ আলাইহেস্‌ সালামের নিকটবর্তী সময়—কোন ব্যক্তি 'আহ্‌মদী' বলিয়া অভিহিত হইয়া বিশ্বের নিকট ইস্‌লাম যে শিক্ষা ধারণ করে তাহা পালন না করে, তবে সে আল্লাহ্‌-তা'লার নিকট কি ওজর পেশ করিতে পারিবে? বান্দাগণের সম্মুখে আপনারা সহস্র ওজর করিতে পারেন, কিন্তু খোদা-তা'লার সম্মুখে যখন পূর্ববর্তীরা ও পরবর্তীরা, আওওয়ালীন ও আখারীন' একত্রিত হইবেন আপনারা এ প্রশ্নের কি উত্তর করিবেন যে, আপনারা খোদা তা'লার আদেশাবলী পালন করেন নাই কেন এবং আপনাদের ভবিষ্যদ্বংষাবলীর 'ইস্‌লাহের' (সংশোধনের) চেষ্টা করেন নাই কেন? যদি খোদার সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্য আপনাদের নিকট ওজর নাই, তবে আপনারা কেন আপনাদের আত্ম-সংশোধনের প্রতি মনোনিবেশ করেন না? ইহা ছাড়া কোন সাফল্য বা জয়লাভ হইতে পারে না।

সুতরাং, আমি সব বন্ধুকে বলিতেছি, আপনাদের শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হউন। আপনাদের সন্তানদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হউন। আপনাদের চরিত্র সংশোধন করুন। কোরআন শরীফের দরস (পাঠ) সর্বত্র জারি করুন। হযরত মসিহ্‌ মাওউদ আলাইহেস্‌ সালামের গ্রন্থ পাঠ করুন এবং তদনুযায়ী ব্যবহারিক জীবন গঠন করুন ও তবলীগের প্রতি জোর দিন।

আমি আশ্চর্যান্বিত হই, যখন আমি জমাতের কোন কোন বন্ধু সমন্ধে শোনি যে, তাঁহারা ছোট ছোট বিষয় লইয়া পরস্পর ঝগড়া ঝাঁটি করেন এবং জমাতের একত্বের অনিষ্ট সাধন করেন। আমি এই প্রকার সব বন্ধুগণকে বলি: ভ্রাতাগণ, 'ওয়ায নসিয়ত' ও যাবতীয় উপদেশাবলী কি শুধু অন্যের জন্য-ই, আপনাদের জন্য নহে? ইহা কি জায়েয যে, আপনারা

সামন্য সামান্য কথা লইয়া আপনাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে বিস্মৃত হইবেন এবং জমাতের দুর্বলতা ও ইহার দুর্নামের হেতু হইবেন ? আমি আপনাদিগকে কোরআনের ভাষাতেই বলিতেছি : "হে মুমেনগণ, এখনো কি সেই সময় আসে নাই যে, তোমাদের হৃদয় খোদা-তা'লার ভয়ে পূর্ণ হয় এবং তোমরা অন্যেয় পদস্খলনের কারণে পরিণত হওয়ার পরিবর্তে তাহাদিগকে ইস্‌লাম ও আহ্‌মদীয়তের দিকে আকৃষ্ট করিবার হেতু হও।"

সংক্ষেপে এই কয়েকটি কথা সহ আমি আপনাদিগকে বিদায় করিতেছি এবং আল্লাহ্‌-তা'লার নিকট দোয়া করিতেছি যে, যে সকল লাভ জনক কথা শুনিয়াছেন আল্লাহ্‌-তা'লা ঐ গুলি পালন করিবার তৌফিক আপনাদিগকে দিন এবং আপনাদের হৃদয়ে ইমানের সেই নূর সৃষ্টি করুন —যাহা আহ্‌মদীয়ত জন্মাইতে চায় এবং জমাতের উন্নতির পথ খুলিয়া দিন।

এ কথা উত্তমরূপে স্মরণ রাখিবেন যে, ইস্‌লাম ও আহ্‌মদীয়তের খেদমত এক 'আযীমুশশান নেমাত', যাহা শত শত বৎসর পরে খোদা-তালা আপনাদিগকে দিয়াছেন। সুতরাং, এই নেমাতের কদর করুন এবং প্রত্যেকেই আপনাকে ইস্‌লাম ও আহ্‌মদীয়তের সত্যিকার ও প্রকৃত অনুবর্তীতে পরিণত করুন। সেইরূপ আপনাদের ভবিষ্যদ্বংশধরগণকেও 'নেক ও পাক' পরিবেশে রাখুন এবং তাহাদিগকে দোয়া ও 'যিকরে এলাহী' ('আল্লাহ্‌ স্মরণে') অভ্যস্ত করুন এবং তাহাদিগকে তাহাদের ধর্ম সংক্রান্ত দায়িত্ব সম্বন্ধে সর্বদা অবহিত করুন, যাহাতে কিয়ামতের দিন আমরা খোদা-তা'লার সম্মুখে দায়িত্ব পালন করিয়াছি বলিয়া গণ্য হই এবং আমাদের মাথা এই গৌরবানুভবে উচ্চ হয় যে, আমরা মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পদ-মূলে সমগ্র বিশ্বকে আনিয়া রাখিয়াছি। আয় খোদা, তুমি এমনি কর।

'আমীন, ইয়া রাব্বিল্‌ আলামীন!'

প্রথম প্রার্থনা (কোরআন)

অনুবাদক : মকবুল আহ্‌মদ খান

হে বিশ্ব-বিধাতা খোদা, করুণা ও দয়ার আধার,
শেষ বিচারের পতি, প্রশংসা যা সকলি তোমার।
একমাত্র তোমারি খোদা, করি মোরা ধ্যান-উপাসনা,
একমাত্র তোরি কাছে সদা করি সাহায্য কামনা।
মোদেরে চালিত কর মনোনীত সেই সৎপথে,
যে পথে চালিতদেরে দিয়েছিলে পুরস্কার হাতে।
চলিতে দিও না প্রভো, পথ ধরে অভিশপ্তদের,
আর যারা পথভ্রষ্ট তোমাহারা যুগ যুগান্তের।

(আমীন)

'তহরিক জদীদ' ও 'ওয়াকফে জদীদ'

উভয়েরই নব বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। অবিলম্বে সকলেই পূর্বাপেক্ষা অধিক 'ওয়াদা' করুন এবং 'বকেয়া' থাকিলে তাহা আদায় করুন। 'ওয়াক্‌ফে জদীদের' নব বর্ষ সম্বন্ধে হযরত আক্‌দসের বাণী এই সংখ্যায় অন্যত্র পাঠ করুন এবং তহ্‌রীক জদীদের অন্তর্গত বিদেশে 'মস্‌জিদ নির্মাণ ফণ্ড' সম্বন্ধেও ভালরূপে লক্ষ্য করুন।

আহ্‌মদী মেয়েদের চাঁদায় নির্মিত মস্‌জিদ, হেগ (হল্যাণ্ড)

বিশ্বময় মসজিদ নির্মাণ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্-তা'লার মস্‌জিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ্ তাহার জন্য বেহেশ্‌তে গৃহ নির্মাণ করেন।" [হাদিস]

এই মহা সুসংবাদের ভাগী আপনি অনায়াসেই হইতে পারেন, যদি আপনি বিদেশে মস্‌জিদ নির্মাণ সম্পর্কে হযরত আমীরুল্ মূমেনীন খলিফাতুল্-মসিহুস্ সানী আল্-মুস্‌লেহুল-মাওউদ আইয়্যেদা-হুল্লাহুল-ওদুদের নিম্ন-লিখিত কর্ম-পদ্ধতি পালন করেন:—

১। বড় ব্যবসায়ী, দৃষ্টান্ত স্থলে, আড়তদার এবং কারখানার মালীক প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখের প্রথম বিক্রির সম্পুর্ণ লাভ—এক পয়সাই হউক, বা হাজার টাকাই হউক—আল্লাহ্‌র গৃহ নির্মাণের জন্য দান করিবেন।

২। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রত্যেক সপ্তাহের প্রথম দিনের প্রথম বিক্রির লাভ আল্লাহ্‌র ঘর তৈরীর জন্য দান করিবেন।

৩। চাকুরীজীবীরা প্রতি বৎসরে যে বার্ষিক অর্থোন্নতি হয়, উহা হইতে প্রথম বৃদ্ধির টাকা মস্‌জিদ নির্মাণের জন্য দিবেন।

(ক) এই প্রকারেই কোন বন্ধুর প্রথম চাকুরীতে যোগদানের পর প্রথম বেতনের ১/১০ দশমাংশ 'মস্‌জিদ ফাণ্ডে' দিবেন।

(খ) অস্থায়ী কর্মচারী যাঁহাদের বেতন বাড়ে না, এক মাসের বেতনের ১/১০ দান করিবেন।

৪। উকিল, ডাক্তার এবং পেশাদারগণ পূর্ববর্তী বৎসরের আয় নিরূপণ পূর্বক তদনুযায়ী আগামী বৎসর তাঁহাদের আয়ের বৃদ্ধি অংশের এবং 'মে' মাসের আয়ের %৫৲ শতকরা পাঁচ টাকা।

৫। কনট্রাক্টারগণ প্রতি বৎসর সাকুল্য লাভের %১৲ শতকরা এক টাকা।

৬। শিল্পী মেস্তরী, কর্মকার, সূতার এবং শ্রমিক বন্ধুগণ প্রতি মাসের প্রথম তারিখ বা মাসের অন্য কোন দিন নিরূপণ করিয়া ঐ দিনের মুজুরীর ১/১০ এক দশমাংশ।

৭। চাষী বন্ধুগণ যাঁহাদের জমি দশ একরের কম—তাঁহারা একর প্রতি /০ এক আনা এবং তদপেক্ষা অধিক ভূমিওয়ালাগণ একর প্রতি ৵০ দুই আনা হিসাবে দিবেন।

৮। বর্গাদার বন্ধুগণ—যাঁহাদের বর্গা জমি দশ একরের কম—তাঁহারা একর প্রতি ৻১ দুই পয়সা (নূতন তিন পয়সা) এবং বর্গা জমি ওয়ালা একর প্রতি /০ এক আনা হিসাবে দিবেন।

নানা প্রকার খুসির সময়, যেমন—বিবাহ সাদী, পুত্র কন্যার জন্ম, গৃহ নির্মাণ, বা পরীক্ষা পাশ হইলে খোদার ঘর তৈরীর জন্য নিশ্চয়ই কিছু দিবেন।

নিবেদক—উকিলুল্‌-মাল্‌,
পাকিস্তান তহ্‌রীক জদীদ আঞ্জুমন আহ্‌মদীয়া,
রাবওয়াহ্‌।

খোশ খবর

বিদেশে আরো একটি মস্‌জিদ নির্মাণ

কামপালা (উগাণ্ডা) ২০শে জানুয়ারী।—জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট স্যার চৌধুরী জাফরুল্লাহ্‌ খান পাকিস্তান হইতে নিউইয়র্ক প্রত্যাবর্তনের পথে গত রাত্রি আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়ের জন্য এখানে একটি মস্‌জিদের উদ্বোধন করিয়াছেন।

—রয়টার

[বলা বাহুল্য, ইহাও 'তহ্‌রীক জাদীদের' পরিকল্পনানুযায়ী নির্মিত একটি মস্‌জিদ। বন্ধুগণ 'বৈদেশিক মস্‌জিদ নির্মাণ ফণ্ড' বৃদ্ধির যথাবিহিত চেষ্টা করুন এবং 'তহ্‌রীক জদীদের চাঁদা' সম্ভবপর বর্ধিত হারে দিন। বিদেশে ইস্‌লাম প্রচারের দায়িত্ব ও কর্তব্য 'তহ্‌রীক জদীদ আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়াই' নির্বাহ করিয়া থাকেন। —সাঃ, আহ্‌মদী]

'এতক্ষণে * * *'

—আবু আহ্‌মদ তব্‌শির চৌধুরী

হালে মওদূদী সাহেবের বাংলা রাজনৈতিক মুখপত্র 'সাপ্তাহিক জাহানে নও' এর 'ইস্‌লামী আন্দোলন সংখ্যা' নামে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিশেষ সংখ্যাটিতে একটি 'বিশেষ কথা' স্থান পাইয়াছে, যাহা পুনরায় সুধী পাঠক বৃন্দের সম্মুখে পেশ করিতে চাই। তবে ইহার আগে একটি জরুরী বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি।

খৃষ্টানদিগের দুষ্ট প্রচারণার ফলে মুসলমান সমাজে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসটি বহু কাল হইতে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে যে, বনি ইসরাইলের শেষ নবী হযরত ইসা (আঃ) সশরীরে জীবতাবস্থায়, বহাল তবিয়তে সুদীর্ঘ দুই হাজার বৎসর যাবৎ চতুর্থ আকাশে বসিয়া রহিয়াছেন। আখেরী জামানায় যখন দৈত্যরূপী দাজ্জালের আবির্ভাব হইবে, তখন তিনি ফেরেশ্‌তার কাঁধ ধরিয়া আকাশ হইতে অবতরণ করিবেন; এবং আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের ন্যায় প্রকাণ্ড কানা দজ্জালকে কতল্‌ করিয়া পৃথিবীতে কয়েক বৎসর রাজত্ব করিয়া বহু সহস্র বৎসর বা বহু কোটি বৎসর বয়সে মৃত্যু বরণ করিবেন। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের সপক্ষে যদিও তাঁহারা কোন প্রকার যুক্তি প্রমাণ বা দলীল পেশ করিতে সক্ষম নহেন, তবুও এই মিথ্যা বিশ্বাসের অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কুফুরের ফতোয়া—এমন কি, জেহাদ ঘোষণা করিতেও কোনরূপ দ্বিধা বোধ করেন না।

আজ হইতে প্রায় ৭৩ বৎসর পূর্বে যখন 'মুজাদ্দিদে' আজম প্রতিশ্রুত মসিহ্‌ হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) ঘোষণা করিলেন যে, "মুসলমানগণ! স্মরণ রাখিও আল্লাহ্‌-তা'লা আমার দ্বারা তোমাদিগকে এই সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। আর আমি এই সংবাদ তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়াছি। এখন ইহা মান্য করা না করা তোমাদের ইচ্ছাধীন। ইহা অতি সত্য কথা যে, হযরত ইসা (আঃ) মরিয়া গিয়াছেন এবং আমি কসম খাইয়া বলিতেছি যে, যে প্রতিশ্রুত পুরুষের আসিবার কথা ছিল আমিই সেই ব্যক্তি। আর ইহাও অতি সত্য কথা যে, ইস্‌লামের জীবন ইসার মৃত্যুতে নিহিত রহিয়াছে।' ['আল্‌-হাকাম', সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সংখ্যা, ১৯০৬ সন]

তখন মহা-ভারতের (পাক-ভারতের) দুই শতাধিক মোল্লা মৌলবী তাঁহার বিরুদ্ধে কুফুরের ফতোয়া প্রদান করে। কিন্তু হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বলিলেন,

"আজিকার দিন হইতে তৃতীয় শতাব্দী গত হইবে না, যখন ইসা নবীর অপেক্ষারত কি মুসলমান কি খ্রীষ্টান সম্পূর্ণ নিরাশ ও হতাশ হইয়া এই মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করিবে এবং পৃথিবীতে তখন একই ধর্ম ও একই ধর্ম নেতা হইবে। আমি কেবল বীজ বপন করিতে আসিয়াছি। অতএব, আমার দ্বারা বীজ বপন করা হইয়াছে। এখন ইহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে এবং ফলিত হইবে। আর কেহই ইহাকে রোধ করিতে সক্ষম হইবে না।" ['তায্‌কেরাতুশ্‌-শাহাদাতাইন'] আজ আমাদের চক্ষের সম্মুখে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট আলেম মৌলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁ তাঁহার প্রসিদ্ধ কুরআনের তফসিরে ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। [মৌলানার কৃত সুরাহ্‌ 'আলে-ইমরানের তফসির']

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ আরবী বিশ্ববিদ্যালয় মিশরের জামে আজহারের প্রধান শেখ মুফতী মাহ্‌মুদ শালতুত হযরত ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া এক ফতোয়া জারী করিয়াছেন। [কিতাবুল্‌-ফাতাওয়া', ৫২ পৃষ্ঠা, 'আল্‌-আজহার'-কায়রো; ডিসেম্বর, ১৯৫৯ সন]

কিন্তু কথায় বলে বাঁশ হইতে কঞ্চি বড়। এ হেন বড় বড় আলীমদের ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু সম্বন্ধে রায় দেওয়ার পরেও ক্ষুদে আলীমগণ এখন পর্যন্ত তাঁহাদের গোঁ ছাড়িতেছেন না। কিছু দিন আগেও জনাব মওদূদী সাহেব 'খতমে নবুয়াত' নামক একখানা পুস্তক লিখিয়াছেন। ইহাতে তিনি 'খাতামান্‌-নবীয়ীন' হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর ওফাতের পরও নবুওতের দ্বার কেবল মাত্র আকাশপ্রবাসী হযরত ইসার (আঃ) জন্য খোলা আছে বলিয়া সাধ্য মত প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু হালে প্রকাশিত তাঁহার মুখপত্র 'জাহানে ও' এর বিশেষ সংখ্যাটি পাঠ করিয়া এই ধারণাই হইল যে, সত্যের সঙ্গে মানুষের একটি স্বাভাবিক সংযোগ রহিয়াছে। স্বার্থের জন্য সত্য গোপন করিয়া চলিলেও একদিন না একদিন—ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়—তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। ইসা নবীকে জীবিত রাখিবার জন্য যে মওদূদী সাহেব কিছু কাল আগে অনেক কিতাবের হাসিয়া দর হাসিয়া হইতে দলীল প্রমাণ টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আজ তাঁহারই পত্রিকা 'জাহানে নও' হযরত ইসা (আঃ) এর মৃত্যু মুক্ত কণ্ঠে

ঘোষণা করিতেছে। ইহাতে আল্লার প্রেরিত মসিহ্ হযরত মীর্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতাই প্রমাণ হইতেছে।

হযরত নবী করিমের (দঃ) দাবীর পূর্বে আরবের অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া 'জাহানে নও' লিখিতেছেন যে, "হযরত ইছার (আঃ) পর মানুষ ক্রমশ ইস্লাম হইতে দূরে সরিয়া পড়ে। বস্তুত প্রত্যেক নবীর মৃত্যুর পর মানুষ এইভাবে ইস্লাম হইতে দূরে সরিয়া পড়ে এবং ক্রমশ এতদূর গোমারাহীতে লিপ্ত হয় যে, একত্ববাদের পরিবর্তে বহুত্ববাদের পূজা অর্চনা করিতে থাকে। এইরূপে মানুষ এতদূর পাপ পঙ্কিলে নিমগ্ন হয় যে, তাহারা মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়া পশুতে পরিণত হয়। ঠিক এই সময় একজন রসুল আসেন ও মানুষকে খোদার রাস্তা বাতলাইয়া দেন। হযরত ইছার (আঃ) মৃত্যুর পাঁচ শো বৎসর পর সমগ্র ইউরোপ ও এশিয়ায় এইরূপ একটি জাহেলী যুগের সূচনা হয় ও উহা বিকট মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে মধ্যপ্রাচ্যে।" ['জাহানে নও', 'ইসলাম আন্দোলন সংখ্যা,' ২৫ পৃষ্ঠা]

এই উদ্ধৃতিখানি আর কোনরূপ ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে না। প্রত্যেক নবীর মৃত্যুর পর যখন মানুষ গোমরাহীতে লিপ্ত হয় এবং মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়া পশুতে পরিণত হয়, ঠিক এই সময় একজন নবী আসিয়া মানুষকে খোদার রাস্তা বাতলাইয়া দেন। ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পরেও এমনি অবস্থা হইয়াছিল। ফলে, রসুলে করিম (দঃ)-এর আগমন হইয়াছে। লেখক স্পষ্ট করিয়াই ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

হটতর্ক করা যাঁহাদের অভ্যাস, তাঁহারা হয়ত এখনও বলিয়া বসিবেন যে ইহা ছাপার ভুলে হইয়াছে। এমন কি, সত্য ফাঁস হইয়া যায় দেখিয়া 'জাহানে নও'কে দিয়াও হয়ত একটি 'ভুল সংশোধনী' আগামী কোন এক সংখ্যাতে বাহির করিয়া দিবেন। কিন্তু তাঁহাদের অবগতির জন্য ইহা জানাইয়া দেওয়া ভাল যে ইহা ছাপার ভুল নহে, বরং লেখক স্বাভাবিক ভাবেই এই স্বাভাবিক সত্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কেননা লেখক কেবল ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর কথাই লিখেন নাই, বরং প্রত্যেক নবীর মৃত্যু পর আর একজন নবীর আগমন হয় লিখিয়া ইসা (আঃ)-এর মৃত্যুর সত্যের উপর 'মোহর' করিয়া দিয়াছেন। তাহা ছাড়া ছাপার ভুল হইলে, উক্ত সংখ্যার তৃতীয় পৃষ্ঠায় যে 'ভুল সংশোধণী' দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ইহারও উল্লেখ থাকিত। ইহা ছাড়া 'জাহানে নও'-এর এই বিশেষ সংখ্যাটির ৩৩ পৃষ্ঠায় ইসা (আঃ)-এর আকাশ হইতে পুনরাগমন অস্বী-

প্রচার করিয়া বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করা হইয়াছে। সেখানে লিখিত আছে, "হযরত মূসা (আঃ) এবং ইসা (আঃ) ও যদি আমাদের নবী করিমের পরে আগমন করতেন, তাহলে তাঁরাও এ শরিয়াতের আনুগত্য স্বীকার করতেন।" অর্থাৎ এইখানে লেখক হযরত মুহাম্মদের (দঃ)-এর পর হযরত ইসা এবং মুসার আগমন অস্বীকার করিয়াছেন এবং যদি আঁ-হযরতের (দঃ) পর ইসা (আঃ) এবং মুসা (আঃ) তুল্য ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে তাঁহারা মুহাম্মদী শরিয়তের অধীন হইবেন বলিয়া স্বীকার করিয়া আহ্‌মদীয়তের সত্যের উপর এক সাক্ষী হইয়া রহিয়াছেন।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর এক শতাব্দী পূর্ণ না হইতেই মানুষ হযরত ইসা (আঃ) সম্বন্ধে মিথ্যা বিশ্বাস ছাড়িতে চলিয়াছে। অতএব, ভবিষ্যাদ্বাণীর মেয়াদের মধ্যে অবশিষ্ট অংশখানিও পূর্ণ হইয়া হযরত আহ্‌মদের (আঃ) সাদাকাত প্রকাশ করিবে; "তখন পৃথিবীতে একই ধর্ম হইবে এবং একই ধর্ম নেতা হইবেন"—ইনশাআল্লাহ্।

'আল্লাহুম্মা আরিনাল্ হাক্কা হাক্কান্ ওয়াল্ বাতিলা বাতিলান'। (আমিন)

'ওয়াক্‌ফে জদীদ' সম্বন্ধে

হযরত আক্‌দসের বাণী

বেরাদরানে জমাত,

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته।

'ওয়াক্‌ফে জদীদকে' শক্তিশালী করুন। সাহস করুন। খোদা বরকত দিবেন। বিশ্বের কোণে কোণে ইস্‌লাম বিস্তার করুন। হযরত খলিফা আওওয়াল্ রাযি আল্লাহু-তা'লা আনহু ইহাই বলিয়াছিলেন যে, আমার সময়ে আহ্‌মদীয়ত বিস্তার লাভ করিবে। 'ওয়াক্‌ফে জদীদের' কাজ বহু ব্যাপকতা লাভ করিতেছে। চাঁদা প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম।

আফিস ছাড়া কোন কাজ করা যায় না। এ জন্য এ বৎসর 'ওয়াকফে জদীদের' আফিসও নির্মিত হইবে। বন্ধুগণের কর্তব্য, ইহাতে অধিক চেয়ে অধিক অংশ গ্রহণ করুন। আল্লাহ্-তা'লা আপনাদিগকে তৌফিক দিন এবং কাজে বরকত দিন। আমীন!

খাকসার,

মীর্যা মাহ্‌মূদ আহ্‌মদ খলিফাতুল্-মসিহ্ সানী। ২০।১২।৬২

আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলায় দীক্ষা গ্রহণের (বায়আতের) শর্তাবলী

১। প্রথম—বায়আ'ত গ্রহণকারী সরল অন্তঃকরণে এই প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, তিনি কবরে প্রবেশ পর্যন্ত 'শেরেক' হইতে দূরে থাকিবেন।

২। দ্বিতীয়—মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, সর্ব প্রকার পাপাচার, সীমাতিক্রম, অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, অশান্তি ও বিদ্রোহের পথ সমূহ হইতে আত্মরক্ষা করিবেন এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়ে, তাহা যতই প্রবল হউক, তদ্বারা পরাভূত হইবেন না।

৩। তৃতীয়—বিনা ব্যতিক্রমে খোদা-তা'লা এবং রসুলের আদেশ অনুসারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবেন এবং সাধ্যানুসারে নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িতে, প্রত্যহ নিজের গুণাহ সমূহের জন্য ক্ষমা চাহিতে এবং 'আস্তাগফার' করিতে সর্বদা ব্রতী থাকিবেন এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে খোদা-তা'লার অপার অনুগ্রহ সমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার 'হামদ' ও তারিফ করাকে প্রত্যহ নিত্য কর্মে পরিণত করিবেন।

৪। চতুর্থ—সাধারণভাবে সর্ব প্রকার সৃষ্ট জীবকে এবং বিশেষভাবে মুসলমানগণকে ইন্দ্রিয় উত্তেজনা বশে কোন প্রকার অন্যায় কষ্ট দিবেন না—মুখে, হাতের দ্বারা, বা অপর কোন উপায়েই নহে।

৫। পঞ্চম—সুখে, দুঃখে, কষ্টে, শান্তিতে, সম্পদে, বিপদে সকল অবস্থায় খোদা-তা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন। সকল অবস্থাতেই আল্লাহ্‌-তা'লার কার্যে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং তাঁহার পথে যাবতীয় অপমান ও দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদ্‌পদ হইবেন না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবেন।

৬। ষষ্ঠ—সামাজিক কদাচার পালন করিবেন না এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব করিবেন না। কোরআন শরীফের আধিপত্যকে সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবেন এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের বাক্যগুলিকে সকল কার্যে নিজ সারথী করিবেন।

৭। সপ্তম—সমস্ত অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য সর্বোতোভাবে পরিহার করিবেন। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন নির্বাহ করিবেন।

৮। অষ্টম—ধর্ম ও ধর্মের সম্মান রক্ষা এবং ইস্‌লামের সহিত আন্তরিক সমবেদনাকে নিজ ধন, মান, প্রাণ, সম্ভ্রম, সন্তান সন্ততি ও সকল প্রিয়জন অপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করিবেন।

৯। নবম—সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি সকল সময় শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সহানুভূতিশীল থাকিবেন এবং সকলের উপকারার্থে খোদা প্রদত্ত যাবতীয় শক্তি, সামর্থ্য ও দানগুলি যথাসাধ্য নিয়োজিত করিবেন।

১০। দশম—ধর্মানুমোদিত সকল কার্যে আমার (হযরত আক্‌দসের) আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় আমার সহিত যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তাহাতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটল থাকিবেন এবং এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সকল প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক ও সর্ব প্রকার প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ হইতে এত অধিক ঘনিষ্ঠ ও পবিত্র হইবে যে পৃথিবীতে তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল। যিনি যখনি ইচ্ছা 'এপ্রিল' পর্যন্ত গ্রাহক হইতে পারেন। 'মে' হইতে আবার নব বর্ষ আরম্ভ হইবে।

২। ধর্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি নাই। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়াও প্রকাশ করা হইবে।

৫। প্রবন্ধ এক পৃষ্ঠায় টাইপ বা পরিষ্কার হস্তাক্ষরে পাঠাইতে হইবে। নচেৎ ছাপা হইবেনা। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হইবে না। ফেরৎ নিতে হইলে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিতে হইবে। চিঠি ফেরত দেওয়া হয় না।

৬। যাবতীয় প্রবন্ধ পাঠাইবার ঠিকানা :—

'সম্পাদক' আহমদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

৭। 'আহ্‌মদীর' চাঁদা, কাগজ প্রাপ্তি, মুদ্রণ, প্রকাশ এবং টাকা কড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী'
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই।

২। যে সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হইবে, তাহার অন্ততঃ এক পক্ষ পূর্বে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের অফিসে পৌঁছান চাই।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	প্রতি সংখ্যা	৪০৲
„ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	„	২৫৲
„ সিকি পৃষ্ঠা বা অর্ধ কলম	„	১৫৲
„ সিকি কলম	„	৮৲
„ কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	„	৭০৲
„ „ „ „ অর্ধ	„ „	৪০৲
কভার পৃষ্ঠা ৩য় পূর্ণ	প্রতি সংখ্যা	৫০৲
„ „ „ অর্ধ	„ „	২৫৲
„ „ ৪র্থ পূর্ণ	„ „	৮০৲
„ „ „ অর্ধ	„ „	৪০৲

৩। কোন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্তন করিতে হইলে এক পক্ষ পূর্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। অশ্লিল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হইবে না।

৫। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য, কিংবা বিশেষ কোন কথা থাকিলে বা বিশেষ কোন চুক্তি করিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah, at Shahjahan Printing Works for the Proprietors, 'East Pakistan Anjuman Ahmadiyya', 4, Bakshi Bazar Road, Dacca

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar